বিজ্ঞানানন্দ মিশন ও আমার আপন অনুভূতি

—অরণি রায়

তখন সত্তরের দশক। ভাই সুহাস একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে বল্‌লে—তোমার বাড়ীর কাছেই আমাদের ঠাকুরের আশ্রম, একদিন এসো না? প্রতি রবিবার আমি আসি কখনও কখনও মঞ্জরীও আসে আর ভক্ত শিষ্যরাও দু'চারজন মাঝে মধ্যে আসেন, এসো ভালো লাগবে। সুহাস পরিমিত বাক, তার কথা সহজ ও সরল। কোনো কথা অতিরঞ্জিত করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

সামনে যে রবিবার ছিল সেই দিনই বিকালে রাণী শঙ্করী লেন যা আমাদের বাড়ী থেকে হাঁটা পথেও যাওয়া যায়, সেখানে উপস্থিত হলাম। ঢুকেই দেখি একটি ছোট গাছ তার নীচে একটি ''রক'' সেখানে পূর্বের কথামতো আমার ভাই বসে আছে।

যেতেই আদরের সঙ্গে সে আমায় আহ্বান করলো। ছোট্ট বাড়ী চুপচাপ। একটা প্রশান্তি এখানে এলে আপনিই মনটা ভরে যায়। ছোট্ট উঠান তার পাশেই একটু উঁচুতে তিনটি প্রকোষ্ঠ। ওপরে দু'পা উঠেই ডানদিকে ঠাকুরঘর। সেখানে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবক্ষ মূর্তি। ধীর শান্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি। করুণাঘন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন। প্রণাম করলাম। মনে মনে ভাবলাম যদি মনে করা যায় এটা কেবলমাত্র একটা প্রস্তরের শ্রীমূর্তি তাহলে তাই। আর যদি একটু গভীরভাবে ভাবা যায়—না তা তো নয়, ভগবৎপুরুষ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই শ্রীমূর্তি মধ্য দিয়ে আর্ত ও জিজ্ঞাসু ভক্তকে আজও কৃপা করছেন। সদ্‌গুরু ত্বং নমামি। বাঁদিকে দুটি ঘর। ঘর না বলে ''যোগ প্রকোষ্ঠ'' বলাই ভাল। প্রথম ঘরটির ''পরমাণু'' নিরন্তর ভগবৎ চিন্তায় অভিষিক্ত কোনো পুরুষের আবাস। এখানে শুদ্ধ চিন্তা না নিয়ে মলিন চিত্তবৃত্তি নিয়ে ঢোকা ঠিক নয়। যাঁরা গুরুকৃপা লাভ করেছেন তাঁরা যদি এখানে বসে গুরু প্রদত্ত মন্ত্র মনে মনে জপ করেন তাতেও সহজে তাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য ঐ ঘরের আবাসিকের করুণায় ক্রমশই স্থির হয়ে আসবে। এটা অনুভূতির বিষয়। লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। এবার আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন—আচ্ছা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বা ঠাকুর শ্রী লেনিন রায়ের আশ্রিত যাঁরা নন তাঁদের ক্ষেত্রে লেখকের এ ধারণা কি প্রযোজ্য হবে। আমি দৃঢ় স্বরে বলব হ্যাঁ হবে। এবার কারণটা যা আমার পরিসীমিত ধারণার মধ্যে তা জানাই। বহুদিন পূর্বে সুহাসের হুগলী স্কুলের সহপাঠী ও বন্ধু পরবর্তী কালে আমারও বন্ধু দেবকিশোর চক্রবর্তী যে ছিল শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রশিষ্য (কিরণচাঁদ দরবেশের শিষ্য) পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুর আশ্রমের পরম পূজ্যপাদ স্বামী অসীমানন্দ মহারাজের দীক্ষিত সে একদিন বলেছিল যে তাঁর গুরুজীর শয়নকক্ষে দুটি লাইন লেখা ছিল যা অতি সারগর্ভ।

এবার সে লাইনদুটি ভক্তির সঙ্গে আমায় জানালো। তা হ'ল—

''রামের গুরু শ্যামের গুরু
তোমার গুরু আমার গুরু
সবার গুরু একই গুরু
এই বোধেতেই সাধনগুরু।''

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এবার একটু বিশদ করে বলছি। কোনো সময়ে কোনো শিবকল্প মহাযোগী তাঁর প্রিয় শিষ্যকে যা বলেছিলেন তা এবার জানাই। গুরু কোনো মানুষ নন। গুরু একটি শক্তি। শ্রী ভগবানের কৃপা শক্তি বা অনুগ্রহ শক্তিকেই ''গুরু'' শক্তি বলা হয়। আর্ত ও ত্রিতাপ ক্লিষ্ট জীবকে অনুগ্রহ করাই সে শক্তির কার্য্য। যে সিদ্ধ নরদেহের মধ্য দিয়া সেই শক্তি কৃপা করেন সেই সিদ্ধ নরদেহই তার গুরু। ''**তাঁকে মনুষ্য বুদ্ধিতে কদাচ দেখিবে না।**'' ভাষাটা আমার হলেও মূল ভাবনাটা সেই ঈশ্বরকল্প মহাযোগীর। কাজেই ''নরদেহ'' ভিন্ন ভিন্ন হলেও মূল যে কৃপাশক্তি তা অভিন্ন। একথাটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে রাখতে হবে। যাক্ অনেক তত্ত্ব কথার আলোচনা হ'ল।

এবার বলি আমার ভাই বোনেদের কথা। প্রথম ঘরটির পাশে যে ঘরটি যেখানে ঠাকুর লেনিন রায়ের চিত্রপট আছে সে ঘরে এই আশ্রমের শিষ্য ও ভক্তেরা বসেন। ঘরটির কথা বলতে গিয়ে অনেকদিন আগের পড়া আমার একটি লাইন মনে পড়ে। তা হ'ল

''একগাদা প্রাণভরা
এক মুঠো ঘর''

ঘরটি আকার আয়তনে ছোটো কিন্তু এখানে অনেক বড় মাপের মানুষ আচার্য শ্রীশ্রী লেনিন রায় ভগবৎ প্রসঙ্গ করেছেন, শ্রী বৃন্দাবনে আজও যেমন, যদি কোনো সাধক একমনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অপ্রাকৃত লীলা স্মরণ-মনন করেন তিনি নাকি অপ্রাকৃত মধুর বংশীধ্বনি শুনতে পান, তেমনি এই দুই প্রকোষ্ঠে যদি একান্তভাবে সেই মহাপুরুষদের স্মরণ মনন করা যায় তাহলে অলৌকিক উপদেশ তাঁরাও মর্মে অনুধাবন করবেন। এটা আমার আপন বিশ্বাস। ঠাকুর কোনো বিষয়ে কোনো অপূর্ণতা রাখেন না। ভক্ত শিষ্যদের প্রচেষ্টায় শ্রীগীতা পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারা কি বলেন?

আরও একটি কথা আমার প্রায়শঃই মনে হয়। তা হলো এই মিশনে মাঝে মাঝে সর্বমঙ্গল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এটা একটা ভাবার বিষয়। ঐ যে ঠাকুর শ্রীশ্রী লেনিন রায় বলেছেন এ মিশনের মূল কথা ''পরোপকার'' যার মাধ্যমে হৃদয়ে উদয় হবে ''আত্মানুসন্ধান''। স্বয়ং অনুভূতিশীল সাধক বলেই এই দুটি অতি গভীর অমূল্য শব্দ তিনি তাঁর বাণীতে গ্রথিত করেছেন। আমার ধারণা মহাশক্তির শ্রীপাদপদ্মে যথা নিয়মে ''সর্বমঙ্গল যজ্ঞ'' অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে আজ বহু বছর। শরণাগত চিত্তের সেই যজ্ঞ মানবাত্মার কল্যাণের একটা শ্রেষ্ঠ উপায় এ কথা বললে অন্যায় বলা হয় কি? ঠাকুর শ্রীশ্রী লেনিন রায় স্বয়ং গৃহী সন্ন্যাসীর শিষ্য। কিন্তু তিনি নিজে বাহ্য জীবনে শাস্ত্রসম্মত প্রথায় গৈরিক ধারণ না করলেও তিনি অন্তরে গৈরিকধারী। আমার ভাই সুহাসের জীবনের যে রূপান্তর আমার জীবনে আমি দেখেছি, তাতে আমি

বলতে পারি সাধনশক্তির যথাযথ প্রয়োগে তাঁর শ্রীগুরু তাঁকে রূপান্তরিত করেছিলেন। কোনো এক শুভমুহূর্তে শ্রম আদালতের (Labour Court) আইনজ্ঞদের বসার ঘরের (Bar Library) বাইরে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজে তাঁর ''জুনিয়র''-কে দিয়ে আমায় ভেতরে ডেকে পাঠালেন। আমি এ আহ্বানে তাঁর সামনে উপস্থিত হলে স্নেহের সঙ্গে সহাস্যমুখে আমায় বললেন—আমি তোমায় ডেকে আনতে বললাম। ভাবলাম ''নিজেদের লোক বাইরে কেন?'' তাই ডেকে নিয়ে এলাম। এরপর আমি ভাই সুহাসকে একথা জানাতে সে শুধু বললে—তিনি নিজে বললেন—''নিজেদের লোক?'' তারপর সুহাস বলল, 'বড় দামী কথা।'

আজ ঠাকুরও দেহাতীত এবং ভাই সুহাস শ্রীগুরুলোকে প্রয়াত। কিন্তু মিশন আছে, তাঁর সন্তানেরা আছে ও থাকবে। আর আছে তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি। সেই আশীর্বাদ এই মিশনের প্রতিটি শিষ্য, অনুরাগী ও ভক্তকে অন্তর্জগতে উজ্জীবিত করবে সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। সদ্‌গুরুত্বং নমামি।

পুনশ্চঃ - সে সময় এই মিশনের নূতন অংশটি সংযোজিত হয়নি।